ভোরের কাগজ

100

তারিখ ... JAN..5 ...1999 ... ...
পৃঃ ১০ কলাম ৪ ......

১৯৯৮ : ইন্টারনেট সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৯৯৮ সালে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের ব্যবহার ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে এবং এমনকি উন্নয়নশীল বিশ্বে ইন্টারনেট একটি অতি প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ইন্টারনেটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের যৌন কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত কেনথ স্টারের রিপোর্টি প্রকাশ। এই রকম একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ দ্রুত সারা বিশ্বের মানুষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পেরেছে ইন্টারনেটের সাহায্যে। ইন্টারনেট যোগাযোগ এবং তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে ভৌগলিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়েছে।

গত বছর ইন্টারনেট সংক্রান্ত সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যবসায়িক ঘটনা হল আমেরিকা অনলাইনের (www.aol.com) নেটস্কেপ (www.netscape.com) অধিগ্রহণ। আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট বাজার এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে এটা বিরাট প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে গত বছরের সবচেয়ে আলোচিত খবর মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে এন্টিট্রাস্ট মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে।

এন্টিট্রাস্ট সংক্রান্ত আইন লংঘনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এটি বছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই মামলার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল ইন্টারনেট ব্যবহারের সফটওয়্যার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট (www.usdoj.gov/) মাইক্রোসফট বাজারে পণ্যের প্রতিযোগিতা নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে বলে দেখানোর চেষ্টা করেছে। এই মামলায় যদি সরকার জেতে তাহলে মাইক্রাসফটকে ভবিষ্যতে তার অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে বিনামূল্যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দেওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। এর পাশাপাশি আরো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে।

১৯৯৮ সালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কেবল মডেমের ব্যবহার। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৫ লাখ ১৩ হাজার পরিবার কেবল মডেমের সাহায্যে কেবল টিভি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ইন্টারনেট সার্ফ করছে। ডায়াল আপ মডেম ব্যবহারকারীদের তুলনায় এর সংখ্যা খুব নগন্য হলেও গত এক বছরে কেবল মডেম ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে চারগুন। ব্রডব্র্যান্ডের কেবল মডেম প্রযুক্তিতে অনেক দ্রুতগতিতে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায় এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং কেবল টিভি ব্যবহার একই নেটওয়ার্কে করতে পারায় যুক্তরাষ্ট্রে এটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

উন্নত বিশ্বে গত বছর ইন্টারনেট অনেকটা শপিং মলে পরিণত হয়েছিল। গত বছরের শেষের দিকের ছুটির সময় শপিং-এর ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল। বই বিক্রেতা আমাজনকম (www.amazon.com) ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় পণ্য বিক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বইয়ের পাশাপাশি তারা মিউজিক, ভিডিও এবং উপহার সামগ্রী বিক্রি করেছে প্রচুর পরিমানে। নতুন নতুন পণ্য কেনা-বেচার জন্য এই বছর আরো ব্যাপকভাবে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন।

ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরনের খবর পরিবেশনা এবং খবর পড়া দুটোই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। খবর পরিবেশনকারীদের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা চলে। ইন্টারনেটে ১৯৯৮ সালে প্রায় ২০ মিলিয়ন আমেরিকান কেনেথ স্টারের রিপোর্টটি পড়েছেন এটা বের হবার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে (http:/thomas.loc.gov/icereport)।

ওয়েব সার্চ ইঞ্জিনগুলো তাদের কর্মকান্ড আরো সম্প্রসারিত করেছে। তারা সবাই ভোক্তাদের এক জায়গায় সবরকম তথ্যের সুবিধা প্রদানের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইন্টারনেটে শপিংয়ের জনপ্রিয়তা বাড়ার ফলে এই প্রবনতা আরো বেড়ে গেছে। ইয়াহু (www.yahoo.com), এক্সাইট (www.excite.com), এবং লাইকস (www.lycos.com) তাদের সাইটে আগত অতিথিকে বেশীক্ষন ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের খবর, স্টক কোটেশন, শপিং মল, ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন, নিলাম, ঠিকানা, বই, মাণচিত্র, চ্যাট রুম, সিনেমার টিকিট, বিনা মূল্যে ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি দিয়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে।

ইন্টারনেটের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং ইন্টারনেট কমার্সের প্রতি সবমহলের প্রচুর আগ্রহের ফলে গতবছর ইন্টারনেট সংক্রান্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ার মূল্যের বেশ উঠানামা লক্ষ্য করা গেছে। বছরের শেষে এইসব কোম্পানির শেয়ার মূল্য ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিছু কিছু কোম্পানি এই সুযোগে খুব তাড়াতাড়ি পাবলিক অফারিংয়ে চলে যায় এবং ভাল অংকের টাকা প্রাইমারী মার্কেট থেকে তুলতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে রয়েছে ব্রডকম (www.broadcom.com), জিওসিটিস (www.geocities.com), ব্রডকাস্ট কম (www.broadcast.com) এবং আর্থওয়েব (www.earthweb.com)।

● বিআইএএসএল প্রতিবেদন

১৯৯৯ সালে যে সব ঘটনা ঘটতে পারে

এন্টিট্রাস্ট মামলার রায়

এ বছর মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে এন্টিট্রাস্ট মামলাটির সমাপ্তি ঘটতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার মাইক্রোসফটকে তিন ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দিতে পারে। এখানে মাইক্রোসফটকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মাইক্রোসফটের তিন ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের ভিত্তিতে এটাকে তিন ভাগে ভাগ করার প্রস্তাবনা আসতে পারে। মামলার শাস্তি স্বরূপ এধরনের রায় হতে পারে। এছাড়া মাইক্রোসফট তার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারও বিক্রি করে দিতে পারে।

লিনাক্স বনাম উইন্ডোজ

বিনামূল্যের লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বিশাল হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। এই রকম হুমকি মোকাবেলা করার জন্য এ্যাপল তার পাওয়ার পিসির জন্য ম্যাক ওএসের পাশাপাশি MkLinux নামের একটি অপারেটিং সিস্টেম বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে। এখন মাইক্রোসফট কি করে তা দেখার বিষয়। বিশেষজ্ঞ মহল আশংকা করছেন মাইক্রোসফটও উইন্ডোজের একটি লিনাক্স ভার্সন বের করতে পারে যার নাম হতে পারে "Winux"

ওয়াইটুকে সমস্যা

১৯৯৯ সালের সবচেয়ে বেশী ঘটনা ঘটবে ওয়াইটুকে সমস্যা নিয়ে। ওয়াইটুকে নিয়ে সকল জল্পনা কল্পনার অবসান হবে চলতি বছরের ঠিক শেষে এবং আগামী বছরের প্রথম মূহুর্তে। ওয়াইটুকে সমস্যার ফলে উদ্ভুত সম্ভাব্য ঘটনাগুলো কি হতে পারে এবং এটা প্রতিরোধে কি কি করা যেতে পারে তা নিয়ে সারা বছর চলবে চরম উত্তেজনা। ইতিমধ্যে এটা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দেশে কি হবে এটাই এখন দেখার বিষয়।

ইন্টারনেট ফোন

ইন্টারনেট ফোনের ব্যবহারের অনেক জটিলতা গত বছরে সমাধান করা যায়নি। এর মধ্যে রয়েছে একটি স্ট্যান্ডার্ড কমিউনিকেশন প্রটোকলের প্রয়োজনীয়তা। এই বছর একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকলের আবির্ভাব ইন্টারনেট ফোনের ব্যবহারে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে। বিভিন্ন কোম্পানি বর্তমানে আলাদা আলাদাভাবে ইন্টারনেটে ফোনের সার্ভিস দিচ্ছে। একটি সাধারণ প্রোটোকল প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সবগুলো কোম্পানির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে। এতে করে এর ব্যবহার হঠাৎ করেই খুব বেড়ে যাবে। বর্তমানে লুসেন্ট, এরিকসন, সিসকো, এসেন্ড, থ্রিকম, এটিএন্ডটি এবং স্প্রিন্ট এই কার্যক্রম আলাদাভাবে চালাচ্ছে।

● তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট